প্রথম আলো

তারিখ ... 11 FEB 2009
পৃষ্ঠা ... ২০ কলাম ... ৪

সার্চ কমিটি অকার্যকর!

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যও অব্যাহতি চেয়েছেন

শরিফুজ্জামান পিন্টু ●

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এম মোফাখখারুল ইসলাম অব্যাহতি চেয়েছেন। এর আগে অব্যাহতি চেয়েছেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ফায়েজ মোহাম্মদ সিরাজুল হক। তারও আগে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এম ফরিদ আহমেদ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এস এম এ ফায়েজ ও কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক আবুল কাশেম আজাদ অব্যাহতি নেন। এর মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য অধ্যাপক আ ফ ম ইউসুফ হায়দার ছাড়া অন্য সবাই স্বেচ্ছায় অব্যাহতি চেয়েছেন।

জানা যায়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে গত বছরের ২৪ মার্চ থেকে উপাচার্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করছেন সহ-উপাচার্য ড. মুহাম্মদ মুনিরুজ্জামান। খুব শিগগির ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন উপাচার্য নিয়োগ দেওয়া হবে। এ ছাড়া চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও সিলেটের কবি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন উপাচার্য নিয়োগ দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে বলে জানা গেছে।

অনুসন্ধান কমিটি অকার্যকর: অনুসন্ধান কমিটির (সার্চ কমিটি) মাধ্যমে উপাচার্য নিয়োগের প্রক্রিয়া থমকে গেছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় সার্চ কমিটি উপাচার্য নিয়োগে তিনজনের তালিকা তৈরি করত। ওই তালিকা থেকে উপাচার্য পদে নিয়োগ দিতেন আচার্য। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাপনের

এরপর পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৫

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যও অব্যাহতি চেয়েছেন

শেষ পৃষ্ঠার পর

ভিত্তিতে নয় সদস্যের ওই কমিটি কাজ করছিল।

জানা যায়, বর্তমান সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর সার্চ কমিটির কোনো সভা হয়নি। আগের নিয়মে উপাচার্য নিয়োগের জন্য দরখাস্ত আহ্বান ও তালিকা তৈরি হবে কি না, তা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখাও জানে না। গতকাল শিক্ষা মন্ত্রণালয় আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, বিষয়টি পরে জানাবেন।

রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর এরই মধ্যে উক্ত ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যসহ বিভিন্ন শীর্ষ পদ পূরণে সার্চ কমিটিকে কাজে না লাগিয়ে আগের নিয়মে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

সার্চ কমিটির সদস্য ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ বলেন, 'তত্ত্বাবধায়ক সরকারের তথ্যের অভাব ছিল। কিন্তু রাজনৈতিক সরকারের কাছে তথ্যের অভাব নেই। রাজনৈতিক সরকারের নিজের কিছু বিবেচনাও থাকে। তবে শুধু দলীয় ভাবাদর্শের অনুসারী, না যোগ্যতা—এ দুটি বিষয়ের সমন্বয় কীভাবে হবে, তা সরকারের নিজস্ব সিদ্ধান্তের ব্যাপার।'

জানা যায়, অধ্যাপক ড. এম মোফাখখারুল ইসলামের ওপর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু কর্মকর্তা-কর্মচারী চাপ সৃষ্টি করে আসছিলেন। তাঁরা উপাচার্যের সঙ্গে কয়েক দফা অশোভন আচরণ করেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় নিয়োগ পাওয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই অবসরপ্রাপ্ত ও প্রবীণ অধ্যাপক কিছুসংখ্যক কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়ন্ত্রণে আনতে প্রশাসনিকভাবে অসফল হন। সূত্র মতে, তাঁরা বর্তমান সরকারের সমর্থক পরিচয় দিয়ে উপাচার্যের ওপর পদোন্নতি, বিপক্ষ গ্রুপকে শায়েস্তা করাসহ বিভিন্ন চাপ দিয়ে আসছিলেন।

জানতে চাইলে ড. এম মোফাখখারুল ইসলাম প্রথম আলোর কাছে কোনো মন্তব্য না করে বলেন, 'আমার বয়স সত্তরের কাছাকাছি। তাই স্বাস্থ্যগত কারণের কথা বলে অব্যাহতি চেয়েছি।' তিনি আরও বলেন, সংকটকবলিত এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য সাধ্যমতো চেষ্টা করেছেন তিনি।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে গতকাল মঙ্গলবার পর্যন্ত অব্যাহতি দেওয়া হয়নি। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এর আগে অধ্যাপক মোফাখখারুল ইসলামকে দায়িত্ব পালন করে যেতে বলেছিলেন।